MESSAGE OF THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES

EAST WEST UNIVERSITY

President, Board of Trustees
Founder Vice Chancellor
Founder President, Board of Directors
East West University

Message

Convocation is a day of rejoicing. On behalf of the EWU family I would like to express my gratitude to all of you present here today. In addition, may I invite you to keep the graduating students in your earnest prayers.

It is indeed a day of celebration for great achievements. Heartiest congratulations to the class of 2012 on this memorable day. We have the satisfaction in seeing before us the results of years of hard work. It is a day for the graduates to resolve to move forward confidently.

We do believe that EWU graduates have much to offer Bangladesh as well as the world beyond. We promise to always give them our support in the future as we have done in the past.

Let us all enjoy the day's merriment to the fullest extent.

Dr. Mohammed Farashuddin

ADDRESS OF THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES

EAST WEST UNIVERSITY

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ সমাবর্তন উপলক্ষে ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় আচার্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি **জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এম. পি, সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আহমদ শফি, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুগণ ও সর্বোপরি আজকের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ প্রাপ্ত আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ।

অগ্নিঝরা মার্চের উষ্ণ অভিনন্দন ।
বাংলাদেশের বেসরকারী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগামী পাদপীঠ ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের এই শুভ লগ্নে প্রথমেই স্মরণ করতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা পরিচালকদের অবদানের কথা । সমাজমনস্ক, শিক্ষানুরাগী, মানবহিতৈষী ১৫ জন ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে যাত্রা শুরু করে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় । তাদের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়োচিত পদক্ষেপে মাত্র ০৬ জন শিক্ষক ও ২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রারম্ভের ১৬ বছরের মাথায় ৭,০৮৪ এর অধিক শিক্ষার্থী ও ৩২৪ জন শিক্ষকসহ প্রায় আট বিঘা আয়তনের সাড়ে চার লক্ষ বর্গফুটের দৃষ্টিনন্দন নিজস্ব ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর হচ্ছে । সকল আধুনিক ও মনোগ্রাহী শিক্ষার উপাদান ও সুযোগ সম্বলিত ক্যাম্পাস নির্মাণের খরচ ছাত্রবেতনের উদ্বৃত্ত থেকে মিটানো হয়েছে- ছাত্র বেতন বাড়ানো হয়নি । শিক্ষক-অভিভাবক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগনের কাছে কোন সারচার্জ চাওয়া হয়নি এবং কোন ব্যাংক ঋণ নিয়ে ভবিষ্যতের দায় সৃষ্টি করা হয়নি । বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মন্ডলীর ভূমিকাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি । শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী তাদের জ্ঞান ও মেধার পরশে আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য নিশ্চিত করেছেন । একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই ধন্যবাদ তাদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য ।

ADDRESS OF THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES

EAST WEST UNIVERSITY

সমবেত সুধী,

আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সংগতিপূর্ণ ও নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দর্শন। দেশের ব্যয়বহুল বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবান্ধব আর্থিক নীতি দৃষ্টান্তস্বরূপ। সমাজের বিপুল জনগোষ্ঠির আর্থিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের বেতন কাঠামো, মেধাভিত্তিক বৃত্তি, প্রয়োজন ভিত্তিক আর্থিক সহযোগিতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য পূর্ণবেতন বৃত্তি প্রদান দেশের শীর্ষস্থানীয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অর্জন। গত পনের বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা মেধাবৃত্তি ও প্রয়োজনবোধক আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে তিন কোটিরও অধিক টাকা এ খাতে খরচ তথা বিনিয়োগ করা হবে।

শিক্ষার মান রক্ষা ও উন্নয়নে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরন্তর প্রয়াসের কথা আজ সর্বজনবিদিত। পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা উপাদান সংগ্রহ, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, মৌলিক গবেষণা, বস্তুনিষ্ঠ ভর্তি ও নিয়োগ নীতি, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ প্রভৃতি শিক্ষা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই অগ্রগণ্য। এভাবে ছাত্র ছাত্রীদের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ মসৃণ হয়। সামাজিক ও কর্মজীবনে তারা কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। আমাদের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। সার্থক হয়েছে আমাদের "এক্সেলেন্স ইন এডুকেশন" এর কৃতসংকল্প ব্রত।

সদ্য সনদপ্রাপ্তগণ,

আজকের দিন থেকে আপনাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। আপনাদের সামনে অপেক্ষা করছে উচ্চতর শিক্ষার আলোকময় ভুবন ও কর্মজীবনের জাদুকরী সাফল্যের হাতছানি। আপনারা যে যে পথই বেছে নেন না কেন, মাতৃভূমির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় নির্বাচনে দেশের স্বার্থই অগ্রাধিকার। ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে স্ব স্ব দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করে সমাজের মঙ্গল সাধন নিশ্চিত করা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের প্রত্যাশা ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা, অধিত জ্ঞান এবং অর্জিত সাফল্য আপনাদের পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক পরিমন্ডলে তথা জাতীয় জীবনে সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার নিজের, আপনার পরিবারের, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সদা সচেষ্ট থাকবেন।

ADDRESS OF THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES

EAST WEST UNIVERSITY

একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও প্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। আপনাদের ভবিষ্যৎ পথচলায় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমাদের ঐকান্তিক বাসনা- আপনারা রাষ্ট্র ও সমাজের নেতিবাচক দিকগুলো যথা অসুন্দর, অন্যায়, বৈষম্য, বঞ্চনা, দুর্নীতি, ইভটিজিং, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজী দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন যতক্ষণ না জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ভাষায়,

"মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।"
আপনাদের জয়রথ দুরন্ত গতি লাভ করুক।
সবাইকে ধন্যবাদ।